সংবাদ

তারিখ 04 MAY 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট

শিক্ষাবর্ষের চার মাস চলে যাওয়ার পরও দেশের অনেক এলাকা থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে সব পাঠ্যবই যেয়ে পৌঁছেনি। উদাহরণস্বরূপ টাঙ্গাইলের সখীপুর থানার পাঠ্যবই সমস্যার বিবরণ দিয়ে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, এই থানার ২৪ হাজার ছাত্রছাত্রী এখনও তাদের পাঠ্যবই পায়নি। এ বছর প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যবই সঙ্কট কমবেশি সব জায়গাতেই এই রকম। পাঠ্যবই সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

পাঠ্যবই সরবরাহ ঘাটতির সপক্ষে যত যুক্তি দেয়া হোক না কেন পাঠ্যবইয়ের অভাবে কোমলমতি শিশু-কিশোররা লেখাপড়া করতে পারবে না অথবা পাঠ্যবই হাতে না নিয়েই স্কুলে যাওয়া-আসা করবে— এই পরিস্থিতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা যতদূর জানি, দেশে এখন প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন রাখা হয়েছিল। তারপরও দেখা গেল, জানুয়ারি মাসে সকল ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হলো না, এমনকি নতুন-পুরনো মিলেও নয়। এ নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্বইচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয়া প্রধানমন্ত্রী কোন দিন কোন উচ্চবাচ্য করেননি। অন্য কোন দেশ হলে বিষয়টি নিয়ে হুলস্থুল পড়ে যেত। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে জবাবদিহি করতে হতো।

ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় সরকার ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যবই বিনামূল্যে সরবরাহ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসব বই বেসরকারি উদ্যোগে ছাপিয়ে বিক্রি করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ সরকার যদি সরবরাহ না করেন তবে কালোবাজারে বই খুঁজতে হবে। কালোবাজারে বই আসে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বইয়ের স্টক থেকে। বলা বাহুল্য, জেলা ও থানা শিক্ষা অফিসের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজগুলো করে থাকেন। সরকার অবশ্য নিউজপ্রিন্টে ছাপা কিছু পাঠ্যবই বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু তাতে কোন পক্ষকেই খুশি করা যায়নি।

আসল সমস্যা চাহিদার তুলনায় সরবরাহ ঘাটতি। সরকার ভেবেছিলেন, ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পুরনো বই সংগ্রহ করে সেগুলো বিতরণ করে এই ঘাটতি মেটাবেন। কিন্তু আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সরকার বিচার করে দেখেননি। পুরনো বইগুলোর অধিকাংশই পুনঃ ব্যবহারের অযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যবইয়ের কাগজ ও ছাপার যে মান তা বোধহয় দু'বার ব্যবহারের যোগ্যওনয়।

অন্য সমস্যাটি হচ্ছে বেসরকারি ও কেজি স্কুলগুলোতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ! সরকার এ কাজটিতে নাকি বিফল হয়েছেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকার বেসরকারি সহযোগিতা আহ্বান করে থাকেন। অথচ তাদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহে গড়িমসি করেন। কালোবাজারে বইয়ের চাহিদার এটাও বড় একটা কারণ।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ তো কম নয়। অন্যান্য খাতের মতো কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও টিএ/ডিএ দিতেই কি বাজেট বরাদ্দের সব টাকা ফুরিয়ে যায়? ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতার পরও সরকার কেন সবার জন্য পাঠ্যবই সরবরাহ করতে পারেন না, তার পর্যালোচনা হওয়া উচিত। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রধান উপদেষ্টার। পাঠ্যবই সমস্যার প্রতি আমরা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।